

## নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৭. হযরত লৃত (আলাইহিস সালাম) রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

লৃত (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি

বলা বাহুল্য, সাদূমবাসীদের পূর্বে পৃথিবীতে কখনো এরপ কুকর্ম কেউ করেছে বলে শোনা যায়নি। এমনকি অতি বড় মন্দ ও নোংরা লোকদের মধ্যেও কখনো এরপ নিকৃষ্টতম চিন্তার উদ্রেক হয়নি। উমাইয়া খলীফা অলীদ ইবনে আবদুল মালেক (৮৬-৯৭/৭০৫-৭১৬ খৃঃ) বলেন, কুরআনে লৃত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লেখ না থাকলে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, কোন মানুষ এরপ নোংরা কাজ করতে পারে'।[3] তাদের এই দুষ্কর্মের বিষয়টি দু'টি কারণে ছিল তুলনাহীন। এক- এ কুকর্মের কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না এবং একাজ সম্পূর্ণ নতুনভাবে তারা চালু করেছিল। দুই- এ কুকর্ম তারা প্রকাশ্য মজলিসে করত, যা ছিল বেহায়াপনার চূড়ান্ত রূপ।

বস্তুতঃ মানুষ যখন দেখে যে, সে কারু মুখাপেক্ষী নয়, তখন সে বেপরওয়া হয়' (আলার্ক ৯৬/৬-৭)।
সাদ্মবাসীদের জন্য আল্লাহ স্থীয় নে'মত সমূহের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তার শুকরিয়া আদায় না করে কুফরী করে এবং ধনৈশ্বর্যের নেশায় মন্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কাম-প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, লজ্জা-শরম ও ভাল-মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্যবোধটুকুও তারা হারিয়ে ফেলে। তারা এমন প্রকৃতি বিরুদ্ধ নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়, যা হারাম ও কবীরা গোনাহ তো বটেই, কুকুর-শূকরের মত নিকৃষ্ট জন্তু-জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না। তারা এমন বদ্ধ নেশায় মন্ত হয় যে, লূত (আঃ)-এর উপদেশবাণী ও আল্লাহর গযবের ভীতি প্রদর্শন তাদের হৃদয়ে কোন রেখাপাত করেনি। উল্টা তারা তাদের নবীকেই শহর থেকে বের করে দেবার হুমকি দেয় এবং বলে যে, 'তোমার প্রতিশ্রুত আযাব এনে দেখাও, যদি তুমি সত্যবাদী হও' (&আনকাবৃত ২৯/২৯)। তখন লূত (আঃ) বিফল মনোরথ হয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করলেন। ফলে যথারীতি গযব নেমে এল। উল্লেখ্য যে, বর্তমান বিশ্বে মহামারী আকারে যে মরণ ব্যাধি এইচ্ছেসর বিস্তৃতি ঘটেছে, তার মূল কারণ হ'ল পুংমৈথুন, পায়ু মৈথুন ও সমকামিতা। ইসলামী শরী'আতে এই কুকর্মের একমাত্র শাস্তি হ'ল উভয়ের মৃত্যুদন্ড (যদি উভয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে একাজ করে)।[4]

রাস্লুলাহ (ছাঃ) বলেন, অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি, যে ল্তের কওমের মত কুকর্মচ্চা ইন্ট কুর্ট কুর্ট কুর্ট কুর্ট কুর্ট কুর্ট



كبرها وامرأةً في دُبرها لاينظرُ اللهُ عزَّ وجلً إلى رجلٍ أتى رجُلاً أو امرأةً في دُبرها لاينظرُ اللهُ عزَّ وجلً إلى رجلٍ أتى رجُلاً أو امرأةً في دُبرها لاينظرُ اللهُ عزَّ وجلًا إلى رجلٍ أتى رجُلاً أو امرأةً في دُبرها إلى رجلٍ أتى رجُلاً أو امرأةً في دُبرها وإن إلى رجلٍ أتى رجُلاً أو امرأةً في دُبرها وإن إلى رجلٍ أتى رجُلاً أو امرأةً في دُبرها وإن إلى رجلٍ أتى وإن إلى رجلٍ أو المرأة في أو إلى رجلٍ أو المرأة في أو إلى رجلٍ أو المرأة في أن إلى رجلٍ أو المرأة في دُبرها إلى رجلٍ أو المرأة في دُبرها إلى رجلٍ أو المرأة في أو إلى رجلٍ أو المرأة في أو إلى إلى إلى رجلٍ أو المرأة في أو إلى إلى أو المرأة في أو

## ফুটনোট

- [3]. তাফসীরে ইবনে কাছীর, আ'রাফ ৮০।
- [4]. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, সনদ হাসান হা/৩৫৭৫ 'দন্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়।
- [5]. রাযীন, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৩৫৮৩।
- [6]. তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৮৫।
- [7]. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৭৭।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4299

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন